সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ......

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ

বাজেট বরাদ্দ অপর্যাপ্ত • শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক-স্কুল কম • সমন্বয়হীনতার অভাব • প্রণোদনা কর্মসূচির স্বল্পতা

শামীম আহমেদ

শিক্ষাক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্জনের কাঙ্ক্ষিত গতি বজায় থাকলেও বাজেটে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ, শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, প্রণোদনা কর্মসূচির স্বল্পতা ও সমন্বয়হীনতার কারণে এ খাতটিতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। শিক্ষা জীবন শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ।
এছাড়া কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হচ্ছে না মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর, কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দারিদ্র্য বিমোচনেও। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০০৭ সালে তা মাত্র ৫২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। ১৬ বছরে বেড়েছে মাত্র ১১.৩ শতাংশ। ভিত্তি বছর ১৯৯১ সালে এ হার ছিল ৪০.৭ শতাংশ। সরকারি হিসাবে ২০০৭ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিট ভর্তির হার ছিল ৯১.১ শতাংশ কিন্তু ঝরে পড়ার হার ছিল আবার ৫২ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন-২০০৮ অনুযায়ী দেশে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪৮.৮ শতাংশ। ব্যানবেইস ২০০৬ অনুযায়ী আমাদের দেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ৬৭ লাখ ৭১ হাজার ৭৭৬ জন। তাদের মধ্যে ১ কোটি ৫২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে। ১৫ লাখ ২৬ হাজার ২৩২ জন শিশু কখনও স্কুলের গণ্ডিতে পা রাখে না। স্বাধীনতার পরপরই এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৭৩ সালে ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একসঙ্গে জাতীয়করণের মাধ্যমে

পিছিয়ে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

পিছিয়ে : পড়ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। ১৯৯৪ সালে চালু হয় খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি। এর মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে স্কুলে নেয়া সম্ভব হয়। ১৯৭০ সালে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫ লাখ ৮০ হাজার। ১৯৯৫ সালে এসে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা হয় ১ কোটি ৬৪ লাখ ২৯ হাজার। কিন্তু যেহারে শিক্ষার্থী বেড়েছে সেহারে বাড়েনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালে যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৩৬ হাজার; বর্তমানে তা মাত্র হাজার দুয়েক বেড়ে ৩৮ হাজারে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতির কারণে ১৯৯২ সালে চালু করা খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচিও পরবর্তীতে বাতিল করা হয়।
এদিকে চলতি বাজেটে অবহেলা করা হয়েছে শিক্ষাখাতকে। গত বাজেটের চেয়ে শিক্ষাখাতে .৬৭ শতাংশ কম বরাদ্দ দেয়া হয় চলতি বাজেটে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে মোট জাতীয় উৎপাদনের ১.২ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা মোট বাজেটের ১২.৬৪ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে বলেছে, শিক্ষার সঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের জরিপে দেখা গেছে, কোন পরিবারের প্রধান যদি এক থেকে চার বছরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে তাহলে ঐ পরিবারের দরিদ্র থাকার সম্ভাবনা শতকরা ৩৭ ভাগ কমে যায় আর যদি নিম্ন মাধ্যমিকের সমমান শিক্ষা লাভ করে তাহলে সেই পরিবারের দরিদ্র থাকার সম্ভাবনা ৫০ ভাগ হ্রাস পায়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ৯ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। যারা যায় তাদের মধ্যে অর্ধেকই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। তাই পিছিয়ে পড়ছে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিও।
এছাড়া পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকায় বাড়ছে না ভাল মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) দেয়া হলেও বরাদ্দ কম থাকায় সাত হাজার যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে মাত্র এক হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও এর জন্য বাছাই করা হয়। তাও বর্তমানে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমপিও চূড়ান্ত না হলে এ বছরের বরাদ্দ অর্থ ফেরত যাবে।
এছাড়া দেশে অসংখ্য ভাগ্যহত শ্রমজীবী পথশিশু সারাদিন কাজ করে ফুটপাতে অবহেলিত জীবন-যাপন করে। তারা বঞ্চিত হচ্ছে খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সব মৌলিক অধিকার থেকে। এরা সবসময় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০২-২০০৩'র তথ্য ও দ্বিতীয় শিশু জরিপ অনুযায়ী দেশে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী মোট ৭৯ লাখ শিশু শ্রমিক ছিল। তাদের মধ্যে ১৩ লাখ শিশু সপ্তাহে ৪৩ ঘণ্টার বেশি কাজ করে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে সারাদেশে প্রায় ৭ লাখ পথশিশু ছিল। এরমধ্যে ঢাকা শহরেই আছে আড়াই লাখ।
বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর বাজেটে এসব ভাগ্যহত শিশুদের জন্য খুব কমই বরাদ্দ রাখে। যেটুকু রাখে তার অর্ধেকটাও খরচ হয় না। গত অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৮৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা। পরে সংশোধিত বাজেটে ৪৫ শতাংশ কমিয়ে বরাদ্দ ৪৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ৮২ কোটি ৮৪ লাখ টাকা যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা কম।